প্রতিবেদনযোগ্য

ভারতের সুপ্রিম কোর্টে

নাগরিক আপিলের এখতিয়ার

2019 এর CIVIL APPEAL NO. 7968

(@বিশেষ ছুটি পিটিশন (সিভিল) নং 2017 এর 34251)

শিশু অধিকার ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য জাতীয় কমিশন..... আপিলকারী (এস)

বনাম

ডাঃ. রাজেশ কুমার ও অন্যান্য.....প্রতিবাদীরা

বিচার

দীপক গুপ্ত, জে।

1. এটা খুব দুঃখজনক!আমরা একটি বিলাপ দিয়ে শুরু করছি কারণ শিশুদের সুরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের তথাকথিত এখতিয়ার নিয়ে লড়াইয়ে তাদের কার্যত ত্যাগ করেছে।
2. ভারত শিশু অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের কনভেনশনে , 1989-এর একটি স্বাক্ষরকারী যা এই কনভেনশনে বর্ণিত শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলিকে বাধ্য করে।ভারত সরকার জুভেনাইল

জাস্টিস (শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা) আইন, 2000 প্রণয়ন করেছে।এটি জুভেনাইল জাস্টিস (শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা) আইন, 2015 দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল (এরপরে 'জেজে আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।

3. শিশুদের অধিকার রক্ষায় বিশেষ কমিশন গঠন করে একটি আইন প্রণয়ন করা উপযুক্ত বলে মনে করা হয়।সংসদ শিশু অধিকার সংরক্ষণ কমিশন আইন, 2005 প্রণয়ন করেছে (এরপরে 'সিপিসিআর আইন' হিসাবে পরিচিত)।সিপিসিআর আইনটি ধারা 3 এর অধীনে শিশু অধিকার সংরক্ষণের জন্য একটি জাতীয় কমিশন (এরপরে 'এনসিপিসিআর/জাতীয় কমিশন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং যা ধারা 17 এর অধীনে শিশু অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাজ্য কমিশনগুলি (এরপরে 'রাজ্য কমিশন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) দ্বারা বিবেচনা করা করেছে।।আমরা পরবর্তী পর্যায়ে তাদের নিজ নিজ কার্য এবং ক্ষমতার সাথে মোকাবিলা করব তবে সন্দেহ নেই যে এই দুটি কমিশন - একটি জাতীয় স্তরে এবং অন্যটি রাজ্য স্তরে - সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।আমরা আশা করি এই ধরনের কমিশনগুলি তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় এবং CPCR আইন দ্বারা তাদের উপর প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করার সময় একে অপরের সাথে পরামর্শ, আলোচনা এবং সহযোগিতা করবে। এই দুই প্রতিষ্ঠান ভাইবোনের প্রকৃতিতে।তারা উভয়েই যে লক্ষ্যটি অর্জনের জন্য স্থির করেছে তা

হল একই, যেমন, শিশুদের সকল প্রকার অপব্যবহার, শোষণ ইত্যাদি থেকে রক্ষা করা। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন বৈষম্য এবং সমন্বয়ের অভাব থাকার কোন কারণ আমরা দেখি না।এই অসহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব তখনই ঘটতে পারে যখন প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারী ব্যক্তিরা তাদের নিজেদের স্বার্থকে শিশুদের স্বার্থের ওপর গুরুত্ব দেন।এই ধরনের কমিশনের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা যখন নিজেদেরকে এত বেশি গুরুত্ব দেন যে তারা ভুলে যান যে তারা এই সংবিধির সৃষ্টি, যার একমাত্র উদ্দেশ্য শিশুদের সুরক্ষা।

4. এই ঘটনাটি একটি সর্বোত্তম উদাহরণ যেখানে রাজ্য কমিশন এবং জাতীয় কমিশনের মধ্যে লড়াইয়ে শিশুদের কথাই ভুলে যাওয়া হয়েছে ।আমরা দুঃখিত যে এই আদালতকে সময় ব্যয় করতে হবে এই জাতীয় বিরোধের সমাধানে ।এই আদালতের পাশাপাশি আমাদের সামনে মামলাকারী দুটি প্রধান পক্ষের অবশ্যই আরও ভালো কিছু করার আছে।

5. রেকর্ডের বিষয়বস্তু থেকে, এটা দেখা যাচ্ছে যে ফেব্রুয়ারী, 2017-এর কোনো এক সময় সংবাদ প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছিল যা ইঙ্গিত দেয় যে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়িতে অবস্থিত একটি শিশু যত্ন প্রতিষ্ঠান শিশুদের পাচারে লিপ্ত ছিল।NCPCR 03.03.2017 তারিখে এই রিপোর্টগুলিকে আমলে নিয়েছিল এবং 07.03.2017 তারিখে NCPCR এর দুই সদস্য জলপাইগুড়িতে গিয়েছিলেন।তারা রাজ্য কর্মকর্তাদের তাদের কিছু তথ্য সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ

করেছিল যা NCPCR অনুসারে সরবরাহ করা হয়নি।তারা অবশেষে অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (ADGP), অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), পশ্চিমবঙ্গ (এখানে উত্তরদাতা নং 1) কে NCPCR-এর সামনে হাজির হওয়ার জন্য তলব করেছিলেন। এই ভদ্রলোক, NCPCR-এর সামনে উপস্থিত হওয়ার পরিবর্তে, তাকে তলব করার জন্য NCPCR-এর এখতিয়ারকে চ্যালেঞ্জ করে একটি রিট পিটিশন দায়ের করা বেছে নিয়েছিলেন।হাইকোর্ট, 29.08.2017 তারিখের অপ্রীতিকর আদেশ দ্বারা, প্রধানত এই ভিত্তিতে NCPCR-এর নির্দেশনা স্থগিত করেছিল যে যেহেতু রাজ্য কমিশন 24.02.2017 তারিখে বিষয়টি বিবেচনা করেছিল, তাই NCPCR-এর প্রাথমিকভাবে কোন এখতিয়ার ছিল না।

6. CPCR আইনের 13 অনুচ্ছেদে জাতীয় কমিশনের কার্য ও ক্ষমতা নিয়ে কাজ করা হয়েছে।CPCR আইনের 24 ধারা রাজ্য কমিশনগুলিতে একই কাজ এবং ক্ষমতা ন্যস্ত করে।CPCR আইনের 13 অনুচ্ছেদে এনসিপিসিআর এবং রাজ্য কমিশন উভয়ের কার্য ও ক্ষমতা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।এটি নিম্নরূপ পড়ছেঃ

> "১৩. **কমিশনের কার্যাদি-(১) কমিশন নিম্নোক্ত সকল** বা যে কোন একটি কার্য সম্পাদন করবে, যথাঃ
>
> (a) শিশু অধিকার সুরক্ষার জন্য আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা তার অধীনে প্রদত্ত সুরক্ষাগুলি পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা এবং তাদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থার সুপারিশ করা;

(b) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, বার্ষিক এবং অন্যান্য বিরতিতে, কমিশন যেভাবে উপযুক্ত বলে মনে করবে, সেই সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলির কাজের উপর প্রতিবেদনগুলি উপস্থাপন করবে;

(c) শিশু অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে তদন্ত করা এবং এই জাতীয় ক্ষেত্রে বিচার শুরু করার সুপারিশ করা;

(d) সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, দাঙ্গা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘরোয়া সহিংসতা, এইচআইভি/এইডস, পাচার, দুর্ব্যবহার, নির্যাতন ও শোষণ, পর্নোগ্রাফি এবং পতিতাবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত শিশুদের অধিকারের ভোগে বাধা দেয় এমন সমস্ত কারণগুলি পরীক্ষা করে এবং উপযুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করে;

(e) বিশেষ যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন এমন শিশুদের সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন যার মধ্যে রয়েছে দুর্দশাগ্রস্ত শিশু, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু, আইনের সাথে সংঘাতপূর্ণ শিশু, কিশোর, পরিবারহীন শিশু এবং বন্দীদের সন্তান এবং উপযুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করা;

(f) চুক্তি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক উপকরণ অধ্যয়ন করা এবং শিশু অধিকার সম্পর্কিত বিদ্যমান নীতি, কর্মসূচি এবং অন্যান্য কার্যক্রমের পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করা এবং শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থে তাদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করা;

(g) শিশু অধিকারের ক্ষেত্রে গবেষণা করা এবং প্রচার করা;

(h) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শিশু অধিকার সাক্ষরতা ছড়িয়ে দেওয়া এবং প্রকাশনা, মিডিয়া, সেমিনার এবং অন্যান্য উপলব্ধ উপায়ের মাধ্যমে এই অধিকারগুলির সুরক্ষার জন্য উপলব্ধ সুরক্ষার বিষয়ে সচেতনতা প্রচার করা;

(i) কেন্দ্রীয় সরকার বা কোনও রাজ্য সরকার বা অন্য কোনও কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে, কোনও সামাজিক সংস্থা দ্বারা পরিচালিত কোনও সংস্থা সহ কোনও কিশোর হেফাজত হোম, বা শিশুদের জন্য আবাসের অন্য কোনও স্থান বা সংস্থা পরিদর্শন বা পরিদর্শন করার কারণ ; যেখানে শিশুদের চিকিৎসা, সংস্কার বা সুরক্ষার উদ্দেশ্যে আটক বা আটক করা হয় এবং প্রয়োজনে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এই কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হয়;

(j) অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান করা এবং সম্পর্কিত বিষয়গুলির স্বতঃপ্রণোদিত নোটিশ গ্রহণ করা,

(i) শিশু অধিকার বঞ্চনা ও লঙ্ঘন;

(ii) শিশুদের সুরক্ষা ও বিকাশের জন্য আইন প্রয়োগ না করা;

(iii) নীতিগত সিদ্ধান্ত, নির্দেশিকা বা নির্দেশাবলীর অসম্মতি যা শিশুদের জন্য অসুবিধাগুলি প্রশমিত করা এবং তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং এই জাতীয় শিশুদের ত্রাণ প্রদান করা, বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে এই জাতীয় বিষয়গুলির ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলি গ্রহণ করা; এবং

(k) শিশু অধিকারের প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচনা করতে পারে এমন অন্যান্য কার্যাবলী এবং উপরোক্ত কার্যগুলির সাথে আনুষঙ্গিক অন্য কোন বিষয়।

(2) রাজ্য কমিশন বা আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীনে যথাযথভাবে গঠিত অন্য কোনো কমিশনের সামনে বিচারাধীন কোনো বিষয়ে কমিশন তদন্ত করবে না।"

7. 13 অনুচ্ছেদের অনুধাবন এটিকে পুরোপুরি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে জাতীয় কমিশন এবং রাজ্য কমিশনগুলি অভিন্ন ক্ষমতা এবং কার্যাদি পরিধান করেছে।কমিশনগুলি শুধুমাত্র শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য নয়, শিশুদের অধিকার বৃদ্ধির উপায় ও উপায়ের পরামর্শ দেওয়ার জন্য এবং শিশুদের সুরক্ষার জন্য প্রণীত আইনগুলি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে।এই কমিশনগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে।তাদের অবশ্যই বাচ্চাদের সুরক্ষা এবং উন্নতির জন্য কাজ করতে হবে।এই কমিশনগুলি ক্ষমতার উৎস, আত্মপ্রসাদ বা ক্ষমতার ফাঁদ পেতে যেমন সরকারী গাড়ি, বাংলো ইত্যাদি হতে পারে না। এই ধরনের কমিশনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অবশ্যই প্রকৃত অর্থে শিশুদের বন্ধু হতে হবে, যারা তাদের সময় ব্যয় করতে ইচ্ছুক এবং যারা তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক স্বার্থ ঠেলে না দিয়ে শিশুদের সাহায্য করার শক্তি রাখে ।

8. অন্য অনেকের মধ্যে, একটি কমিশনের প্রধান কার্যাবলী এবং ক্ষমতা যা সম্পাদন করতে হয় তা হল শিশুদের সুরক্ষার জন্য প্রণীত আইনী বিধানগুলি পরীক্ষা করা এবং পর্যালোচনা করা যাতে সেগুলি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়; শিশুদের অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তদন্ত করা এবং এই জাতীয় ক্ষেত্রে বিচার শুরু করার সুপারিশ করা; ধারা 13(d) এ উল্লিখিত পরিস্থিতিতে শিশুদের অধিকার উপভোগে বাধা দেয় এমন কারণগুলি পরীক্ষা করা এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার

সুপারিশ করা; যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজনে শিশুদের, দুর্দশাগ্রস্ত শিশু, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত অংশের শিশু, আইনের দ্বন্দ্বে থাকা শিশু, পরিবারবিহীন শিশু বা বন্দিদের শিশু সম্পর্কিত বিষয়গুলি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা; বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উপকরণ, চুক্তি এবং নীতি অধ্যয়ন করা, শিশু অধিকারের ক্ষেত্রে গবেষণা করা, শিশু অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া; শিশু সাক্ষরতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করুন। ধারা 13(1)(i) কমিশনকে নিজেরাই পরিদর্শন করার ক্ষমতা দেয় যে কোনও কিশোর হেফাজত হোম বা অন্য কোনও আবাসস্থল বা শিশুদের জন্য সংস্থাটি পরিদর্শন করতে বা পরিদর্শন করতে বাধ্য করে যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান রাজ্য সরকার বা সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ এবং সামাজিক সংস্থাগুলি দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যা আমাদের মতে, এনজিওগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করবে।কমিশনগুলি অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলি গ্রহণ করতে পারে এবং কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকারের কাছে এই বিষয়ে প্রতিবেদনগুলি উপস্থাপন করতে হবে, যেমনটি হতে পারে।

9. বর্তমান ক্ষেত্রে, আমরা প্রধানত CPCR আইনের 13 ধারার উপধারা (1) এর ধারা (j) তে উল্লেখ করা কমিশনের কার্যাবলী নিয়ে উদ্বিগ্ন, যা কমিশনগুলিকে অভিযোগের তদন্ত বা এমনকি suo motu নোটিশ নেওয়ার ক্ষমতা দেয়। শিশু অধিকারের বঞ্চনা এবং লঙ্ঘন, শিশুদের সুরক্ষা ও বিকাশের জন্য আইনের অ-বাস্তবায়ন, শিশুদের অবস্থার

উন্নতি ও সুরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত নীতি ও নির্দেশিকাগুলির অ-অনুশীলন ইত্যাদি বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যে নির্ধারিত পদ্ধতি বা নির্দেশিকা অনুসরণ না করে বাচ্চাদের দত্তক নেওয়া অবশ্যই একটি বিষয় হবে যা NCPCR বা রাজ্য কমিশন উভয়ই তদন্ত করতে পারে।

10. আমরা, এই ক্ষেত্রে, প্রধানত CPCR আইনের 13(2) ধারার সাথে সংশ্লিষ্ট, যেখানে বলা হয়েছে যে জাতীয় কমিশন এমন কোনও বিষয়ে তদন্ত করবে না যা রাজ্য কমিশন বা অন্য কোনও কমিশনের সামনে বিচারাধীন রয়েছে যা কোনও আইনের অধীনে যথাযথভাবে গঠিত। সময় কার্যকর হচ্ছে।

11. এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের জন্য নিম্নলিখিত তিনটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ঃ

    (i) 03.03.2017 তারিখে NCPCR গ্রহণ করার এবং 07.03.2017 তারিখে তদন্ত শুরু করার আগে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের কাছে বিষয়টি বিচারাধীন ছিল কিনা?

    (ii) CPCR আইনের 13 (2) ধারা দুটি কমিশনকে (NCPCR এবং রাজ্য কমিশন) জলরোধী বগিতে রাখে যেখানে তারা একে অপরের এখতিয়ার বহিষ্কার করে?

    (iii) আন্তঃরাজ্য বা আন্তর্জাতিক প্রভাব আছে এমন একটি ক্ষেত্রে NCPCR-এর এখতিয়ার, যদি থাকে, উচ্ছেদ করা যেতে পারে কিনা?

12. আমরা স্পষ্ট করে বলতে পারি যে আমরা 'jurisdiction' শব্দটি ব্যবহার করেছি কারণ এটি দলগুলি ব্যবহার করেছে।তবে যথাযথ শব্দটি

'jurisdiction' হওয়া উচিত নয় তবে সংশ্লিষ্ট কমিশন কর্তৃক প্রয়োগ করা 'functions and powers' হওয়া উচিত।আমাদের দৃষ্টিতে যদি আমরা 'jurisdictions' উল্লেখ না করি এবং কমিশনগুলির 'functions and powers' নিয়ে কাজ করি তবে বিষয়গুলি অনেক সহজ হয়ে যায়।আদালতের মতো এখতিয়ার বহিষ্কার নেই।ধারা 13 (2) এর উদ্দেশ্য হল একটি কমিশন তদন্ত পরিচালনা করে তা নিশ্চিত করা।সিপিসিআর আইনের ভাষা স্পষ্ট যে আইনের অধীনে গঠিত রাজ্য কমিশন বা অন্য কোনও কমিশন যদি ধারা 14 এর অধীনে তদন্ত শুরু করে তবে জাতীয় কমিশনকে এই বিষয়ে তার নিজের হাত দূরে রাখা উচিত।উভয় কমিশনের একই ক্ষমতা এবং কার্য রয়েছে।রাজ্য কমিশনগুলির এখতিয়ার রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ যার জন্য এই জাতীয় কমিশন গঠিত হয় যেখানে জাতীয় কমিশনের এখতিয়ার সারা দেশে রয়েছে এবং যে কোনও রাজ্যে যে কোনও বিষয়ে তদন্ত করতে পারে।আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই যে উভয় কমিশনই প্রতিপক্ষ হিসাবে নয় বরং একে অপরের সাথে সমবেত মনোভাব নিয়ে কাজ করবে বলে আশা করা যায়।এই ক্ষেত্রে যে প্রধান সমস্যাটি দেখা দেয় তা হল ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস (WBCPCR) আসলেই NCPCR তদন্ত শুরু করার আগে বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছিল কিনা।

13. ধারা 13 (1) (c) রাজ্য কমিশনগুলিকে শিশু অধিকার লঙঘনের বিষয়ে তদন্ত করার ক্ষমতা দেয়।অ্যাডভান্সড ল লেক্সিকনে 'inquire' শব্দটি নিম্নরূপ[1] সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ

> "অনুসন্ধান। **একটি** প্রশ্ন রেখে জ্ঞান অনুসন্ধান করা ;জিজ্ঞাসা করা; তদন্ত বা অনুসন্ধান করা।"

যে প্রেক্ষাপটে ধারা 13(1) (j) এ 'অনুসন্ধান' শব্দটি এসেছে, এর অর্থ স্পষ্টতই তথ্যের জন্য অনুরোধ করা ছাড়া আরও কিছু।এটি এই বিধানে মোকাবেলা করা তিনটি পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত তথ্যগুলি নিশ্চিত করার জন্য কমিশনকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার কথা বিবেচনা করে।এটা শুধু চিঠি পাঠানোর চেয়েও বেশি কিছু।এটি একটি প্রাথমিক তদন্তের মতোই এবং যদি এই ধরনের তদন্ত ইঙ্গিত করে যে শিশুদের অধিকার লঙঘন করা হয়েছে বা আইন প্রয়োগ করা হয়নি বা নীতিগত সিদ্ধান্ত বা নির্দেশিকা লঙঘন করা হয়েছে তাহলে কমিশনকে অবশ্যই প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার পরামর্শ দিতে হবে।ধারা 13(1)(j) এর অধীনে অনুসন্ধানের এই ক্ষমতাটি 13(1)(c) ধারার অধীনে থাকা ক্ষমতার সাথে পড়তে হবে যার মধ্যে রয়েছে শিশু অধিকার লঙঘনের বিষয়ে তদন্ত করার ক্ষমতা এবং এ জাতীয় ক্ষেত্রে বিচার শুরু করার সুপারিশ থাকে এই দুটি ধারা একসাথে পড়লে এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট যে 'inquire' ফাইল নোট তৈরি করছে না বরং আরও কিছু করছে ।আমরা এমন বাচ্চাদের সাথে কাজ করছি যারা

[1] 3 rd Edition, 2005, P. Ramanatha Aiyar, Pg. 2358

অভিযোগ করতে পারে না।কমিশনগুলি এমন শিশুদের রক্ষা করার জন্য যাদের কোন আওয়াজ নেই।এই কমিশনগুলোকেই শিশুদের কষ্টের আহ্বানে কণ্ঠস্বর ও অনুভূতি দিতে হবে।কমিশন, এরপর, আইনের অধীনে অনুমতি দিলে নিজে থেকে ব্যবস্থা নিতে পারে বা আইন অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করার সুপারিশ করতে পারে।

14. CPCR আইনের 14 এবং 15 ধারা উল্লেখ করা উপযুক্ত হবে যা জাতীয় কমিশন এবং রাজ্য কমিশন উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।নিম্নলিখিত হিসাবে একই পড়া:

> "14. **অনুসন্ধান সম্পর্কিত ক্ষমতা।(1)।কমিশন, ধারা 13** এর উপধারা (1) এর ধারা (j) এ উল্লিখিত যে কোনও বিষয়ে তদন্ত করার সময় দেওয়ানী কার্যবিধি, 1908 (1908 এর 5) এর অধীনে মামলা করার জন্য দেওয়ানী আদালতের সমস্ত ক্ষমতা থাকবে বিশেষ করে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে, যথা:
>
> (ক) কোন ব্যক্তির উপস্থিতি তলব করা এবং তা বলবৎ করা এবং শপথ গ্রহণের জন্য তাকে পরীক্ষা করা;
>
> (খ) কোন দলিল আবিষ্কার ও উৎপাদন;
>
> (গ) হলফনামায় প্রমাণ প্রাপ্তি ;
>
> (ঘ) কোন আদালত বা অফিস থেকে কোন পাবলিক রেকর্ড বা তার অনুলিপি চাওয়া; এবং
>
> (ঙ) সাক্ষী বা নথি পরীক্ষার জন্য কমিশন জারি করা।
>
> (২) কমিশনের কাছে যে কোন মামলাটি বিচার করার এখতিয়ার থাকা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করার ক্ষমতা থাকবে এবং যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই জাতীয় কোনও মামলা প্রেরণ করা

হয়েছে তিনি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগের শুনানির জন্য এগিয়ে যাবেন যেন মামলাটি তার কাছে প্রেরণ করা হয়েছে৷ ফৌজদারি কার্যবিধি, 1973 (1974 এর 2) ধারা 346 এর অধীনে।"

"15. **তদন্তের পরে পদক্ষেপ।- এই** আইনের অধীনে অনুষ্ঠিত তদন্ত শেষ হওয়ার পরে কমিশন নিম্নলিখিত যে কোনও পদক্ষেপ নিতে পারে, যথাঃ

(i) যেখানে তদন্তটি প্রকাশ করে, কমিশন গুরুতর প্রকৃতির শিশু অধিকার লঙ্ঘন বা আপাতত বলবৎ কোনো আইনের বিধান লঙ্ঘন করেছে, এটি সংশ্লিষ্ট সরকার বা কর্তৃপক্ষের কাছে বিচার বা এ জাতীয় মামলার কার্যক্রম শুরু করার সুপারিশ করতে পারে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কমিশন উপযুক্ত মনে করলে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ii) আদালত প্রয়োজনীয় বলে মনে করতে পারে এমন নির্দেশ, আদেশ বা রিটের জন্য সুপ্রিম কোর্ট বা সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের কাছে যান;

(iii) ভুক্তভোগী বা তার পরিবারের সদস্যদের কমিশন প্রয়োজনীয় বিবেচনা করতে পারে এমন অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকার বা কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবে।"

15. যেকোন কমিশন, ধারা 13(1)(j) এর অধীনে তদন্ত পরিচালনা করার সময় একটি দেওয়ানী আদালতের মতো বিস্তৃত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং একটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যেকোন মামলা পাঠানোর অধিকার রয়েছে এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে এই ধরনের মামলা মোকাবেলা

করতে হবে তার কাছে যেন মামলাটি ফৌজদারি কার্যবিধি, 1973 এর ধারা 346 এর অধীনে তার কাছে পাঠানো হয়েছে।একটি কমিশন যে ফলো-আপ পদক্ষেপ নিতে পারে তাও CPCR আইনের 15 ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা কমিশনকে প্রসিকিউশন বা কমিশন উপযুক্ত মনে করতে পারে এমন অন্যান্য পদক্ষেপ সহ কার্যক্রম শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকার বা কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করার ক্ষমতা দেয়। .এটি একটি সুপারিশমূলক ক্ষমতা তবে সাধারণত আমরা আশা করি যে সরকার এই বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করবে।কমিশনকে দেওয়া দ্বিতীয় ক্ষমতা হল উপযুক্ত রিট, আদেশ বা নির্দেশের জন্য সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের কাছে যাওয়া।কমিশন সিপিসিআর আইনের ধারা 15(iii) এর অধীনে ভুক্তভোগীকে অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ প্রদানের সুপারিশ করতে পারে। পূর্বোক্ত বিধানগুলি যা তদন্ত সম্পর্কিত ক্ষমতা নির্ধারণ করে এবং তারপরে গৃহীত পদক্ষেপগুলি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে অনুসন্ধানটি কেবলমাত্র তথ্য সংগ্রহের চেয়ে বেশি নয় এবং তদন্ত বা অনুসন্ধানের প্রকৃতিতে আরও বেশি।

16. বর্তমান ক্ষেত্রে, বিতর্ক হল কে প্রথমে তদন্ত শুরু করেছিল – সেটা WBCPCR নাকি জাতীয় কমিশন।যতদূর জাতীয় কমিশন সম্পর্কিত, তাতে কোনও বিতর্ক নেই যে এটি 07.03.2017 তারিখে তদন্ত শুরু করেছিল যখন এর সদস্যরা বিষয়টি তদন্ত করতে জলপাইগুড়িতে গিয়েছিলেন।জাতীয় কমিশনের অবস্থান হল যে তারা, 24.07.2017-এ

প্রথমবারের মতো জানিয়েছিল যে রাজ্য কমিশন বিষয়টি বিবেচনা করেছে এবং তদন্ত করছে যদিও তারা এ ব্যাপারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন আধিকারিকদের কাছে বিভিন্ন চিঠি লিখেছিল।WBCPCR দ্বারা দায়ের করা তারিখের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে 12.07.2016 তারিখে ডিরেক্টর, চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ট্রাফিকিং, পশ্চিমবঙ্গ (সংক্ষেপে 'ডিরেক্টর, CRT') জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জলপাইগুড়ির কাছে এই বেআইনি শিশু পাচার সম্পর্কে রিপোর্ট চেয়ে সেখানে চিঠি লিখেছিলেন। 09.12.2016 তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জলপাইগুড়ি দ্বারা একটি তদন্ত দল গঠন করা হয়েছিল এবং 11.01.2017 তারিখে ডিরেক্টর, CRT-এর কাছে একটি রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিলা।তারপরে, ডিরেক্টর, CRT একটি আদেশ দিয়েছিলেন যে বিশেষায়িত দত্তক সংস্থা (সংক্ষেপে 'SAA'), জলপাইগুড়ি দত্তক নির্দেশিকা, 2015 এবং JJ আইনের বিধান অনুসারে কাজ করছে না এবং SAA জলপাইগুড়ির 15 জন শিশুদের অন্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করে, যা নর্থ বেঙ্গল পিপলস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (সংক্ষেপে 'NBPDC') দ্বারা পরিচালিত।17. 01. 2017 তারিখে, কেন্দ্রীয় দত্তক রিসোর্স অথরিটি (সংক্ষেপে 'CARA') পশ্চিমবঙ্গের সিআইডির কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে।22.01.2017 তারিখে, এই শিশু পাচার রেকেটে সম্পর্কে স্থানীয় সংবাদপত্রে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। 15.02.2017 তারিখে, CARA-এর করা অভিযোগের তদন্তের জন্য CID,

পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা একটি দল গঠন করা হয়েছিল। 16.02.2017 তারিখে, সিআইডি, পশ্চিমবঙ্গের একটি দল জলপাইগুড়িতে গিয়েছিল।17.02.2017 তারিখে, WBCPCR-এর চেয়ারপার্সন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জলপাইগুড়ির কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল যে রাজ্য কমিশন 22.01.2017 তারিখে দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি আমলে নিয়েছে। 19. 02. 2017 তারিখে, এ বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক প্রথম তথ্য প্রতিবেদন (FIR) নিবন্ধিত হয়েছিল।উপরে উল্লিখিত 11.01.2017 তারিখের প্রতিবেদনটি 24.02.2017 তারিখে WBCPCR কে প্রেরণ করা হয়েছিল।এরপরে, 26.02.2017 তারিখে আবার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট দত্তক কেন্দ্রের দুই মহিলা কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।স্বীকার্য যে, NCPCR এই ঘটনাটি 03.03.2017 তারিখে নোট করেছে এবং 07.03.2017 তারিখে NCPCR-এর দুই সদস্য তদন্ত করতে জলপাইগুড়িতে গিয়েছিলেন৷

17. আমরা এই বিষয়ে WBCPCR-এর ফাইল সরবরাহ করার জন্য WBCPCR-এর জন্য উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ কৌঁসুলিকে অনুরোধ করেছিলাম, যা প্রদান করা হয়েছিল।ফাইলটি দেখার পরে, আমরা যা বলতে পারি তা হল ফাইলটি অফিসিয়াল ফাইলের মতো রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না।কাগজপত্র আকস্মিকভাবে রাখা হয়েছিল।নোটিং শিট বাদে অন্যান্য কাগজপত্রগুলি ট্যাগ করা হয়নি।অন্যান্য কাগজপত্রও পৃষ্ঠাযুক্ত ছিল না।এই জাতীয় ফাইলটিতে, যে কোনও পর্যায়ে

সংযোজন এবং পরিবর্তন হতে পারে।অতএব, আমরা এই ধরনের দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণ করা ফাইলের উপর খুব বেশি নির্ভর করতে পারি না এবং ভবিষ্যতে, বিশেষ করে অভিযোগের ফাইলগুলি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য WBCPCR-কে নির্দেশ দিতে পারি।এই ফাইলের একটি অংশ তৈরি করা নথি অনুসারে, ডব্লিউবিসিপিসিআর 22.01.2017 তারিখের সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে 30.01.2017 তারিখে ঘটনার suo motu পদক্ষেপ গ্রহণ করে।নোটিং শিটে বলা হয়েছিল যে বিষয়টি যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাখা উচিত।যদিও এই নোটটি 30.01.2017 তারিখের এবং চেয়ারপারসন, *WBCPCR-এর কাছে* দেওয়া হয়েছিল, মনে হয় যে চেয়ারপারসন লিখেছিলেন যে তাকে 10 দিন পরে ফলোআপ অ্যাকশনের জন্য মনে করিয়ে দেওয়া উচিত।ফাইলটি আবার 13.02.2017 এ চেয়ারপারসনের সামনে রাখা হয়েছিল।14. 02. 2017 তারিখে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/জেলা শিশু সুরক্ষা অফিসারকে (ডিসিপিও) একটি প্রতিবেদন জমা দিতে বলা যেতে পারে।একটি খসড়া চিঠি দেওয়া হয়েছিল যা 16.02.2017 তারিখে অনুমোদিত হয়েছিল এবং 17.02.2017 তারিখে প্রেরণ করা হয়েছিল।DCPO, জলপাইগুড়ি 24.02.2017 তারিখে মেইলের মাধ্যমে প্রতিবেদনটি প্রেরণ করেছে।বিষয়টি আবার চেয়ারপারসনের সামনে রাখা হয়েছিল, যিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে প্রতিবেদনটি রেকর্ডের জন্য রাখা উচিত।ফাইলটিতে পরবর্তী নোটটি 15.03.2017 তারিখের

।15.03.2017-এর এই নোটটি 10.03.2017 এবং 11.03.2017 তারিখে জলপাইগুড়িতে চেয়ারপার্সন এবং সেক্রেটারিদের শিশু পাচারের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির পরে পরিস্থিতির সাহায্য ও নিরীক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে রাখা হয়েছে।যদিও, পরিদর্শনের তারিখ 10.03.2017 এবং 11.03.2017, নোটটি 15.03.2017 তারিখে রাখা হয়েছে এবং একই তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।সফরের আগে কেন এই নোটটি রাখা হয়নি তা আমরা বুঝতে অক্ষম।আমরা WBCPCR-এর চেয়ারপারসনের তৈরি করা প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করেছি এবং দেখতে পেয়েছি যে প্রতিবেদনটি NCPCR-এর সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রকৃতিতে বেশি। প্রতিবেদনটি কার্যত শিশুদের পাচার সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে কাজ করে না।আমরা পরবর্তী পর্যায়ে এই প্রতিবেদনটি মোকাবিলা করব।

18. এমনকি যদি আমরা WBCPCR-এর রেকর্ডকে সুসমাচারের সত্য বলে মেনে নিই, তাহলেও 30.01.2017 তারিখে 'takes suo moto cognizance ' শব্দটি ব্যবহার করা ছাড়া, WBCPCR বিষয়টির তদন্ত করার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, যা এই ধারার আদেশ ,CPCR আইনের 13(1)(j), 10.03.2017 এবং 11.03.2017 তারিখে এর চেয়ারপারসনের সফর পর্যন্ত।আমরা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত পরিদর্শনের প্রয়োজন নেই তবে এই মামলাটি যেভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে তাতে অনেক কিছু কাঙ্ক্ষিত আছে।আমরা কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যদি 30.01.2017 তারিখে আমলে নেওয়া হয়,

তাহলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে বিষয়টি চেয়ারপারসনকে 10 দিন পরে ফলোআপ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য রাখা হবে।এই ধরণের বিষয়গুলি কোনও বিলম্ব করে না।বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ার পরেও তদন্ত করার চেষ্টা করা হয়নি।যা করা হয়েছিল তা হল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/ডিসিপিওকে একটি রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া।এই প্রতিবেদনটি 24.02.2017 তারিখে দায়ের করা হয়েছিল এবং আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে প্রতিবেদনটি রেকর্ডে রাখা হোক ।দেখা যাচ্ছে যে NCPCR সদস্যদের পরিদর্শনের পরেই WBCPCR আসলেই নিজের জলপাইগুড়ি পরিদর্শন করা এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করেছিল।

19. উপরে উল্লিখিত হিসাবে, NCPCR যতদূর উদ্বিগ্ন, 03.03.2017 তারিখে NCPCR দ্বারা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জলপাইগুড়ির কাছে একটি বার্তা পাঠানো হয়েছিল যেখানে তাকে প্রশ্ন করা বাড়ির বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্য দিতে বলা হয়েছিল।তারপরে, 07.03.2017 তারিখে NCPCR-এর দুই সদস্য জলপাইগুড়ি পরিদর্শন করেন এবং 03.03.2017-তারিখে তদন্ত শুরু না হলেও, এটি অবশ্যই 07.03.2017 তারিখে শুরু হয়েছিল৷এটি 23.08.2013 - 28.08.2015 তারিখ পর্যন্ত নিউ জলপাইগুড়ি জেলায় শিশু কল্যাণ কমিটি (CWC) গঠন না করার বিষয়ে বিশেষত বিভিন্ন ঘাটতি খুঁজে পেয়েছে।এটি আরও দেখা গেছে যে অ্যাডহক সিডব্লিউসি কাজ করছে যা আইনের বিধানের বিরুদ্ধে।তাই, NCPCR 16.03.2017 তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জলপাইগুড়ির কাছে

বাড়িগুলির নিবন্ধন, CWCর স্থিতি ইত্যাদির জন্য একটি চিঠি পাঠিয়েছিল। 23.03.2017 তারিখে, NCPCR জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করে যে WBCPCR শুরু হয়েছে কিনা। NCPCR-এর সদস্যদের সফরের আগে বা NCPCR দ্বারা তদন্ত শুরু করার পরে এই বিষয়ে একটি তদন্ত। এ বিষয়ে জেলাশাসকের পক্ষ থেকে কোনো জবাব দেওয়া হয়নি।তারপরে, NCPCR 25.04.2017 তারিখ এ ব্যক্তিগত উপস্থিতির জন্য 12.04.2017 তারিখ এ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জলপাইগুড়ি কে তলব করেছে।জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাজির হননি কিন্তু 21.04.2017 তারিখে যোগাযোগের মাধ্যমে কিছু তথ্য পাঠিয়েছেন।তবে এই যোগাযোগের ক্ষেত্রেও WBCPCR এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছিল কিনা সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই।NCPCR প্রায় দুই মাস ধরে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।20. 06. 2017 তারিখ এ NCPCR পশ্চিমবঙ্গের ADGP, CID থেকে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়েছিল (উত্তরদাতা নং 1):

> "1. এক্ষেত্রে প্রায় 17 টি শিশু বিক্রির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে শিশুদের দেশ-বিদেশে বিক্রি করা হয়েছিল।এই সংস্থাটি আসার পর থেকে এই সংস্থার মাধ্যমে কত শিশু দত্তক নেওয়া হয়েছে, তার তালিকা কমিশনকে দিন।
>
> 2. এই ক্ষেত্রে, অনাবাসী ভারতীয় এবং বিদেশী দম্পতি উভয়কেই সন্তান দেওয়া হয়েছিল, তাই এই মামলাটি আন্তর্জাতিক পাচারের মামলা বলে মনে হচ্ছে।কতজন শিশুকে অনাবাসী এবং বিদেশী

দম্পতিদের দেওয়া হয়েছে তার রেকর্ড কমিশনের কাছে উপলব্ধ করা হবে

3. সংবাদপত্র অনুসারে, জাতীয় দত্তক কর্তৃপক্ষের জাল কাগজপত্র এবং কাগজপত্র এই অপরাধে 20in নকল পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়েছে।CID কর্তৃক জব্দকৃত কাগজপত্রের অনুলিপি, বিবৃতি এবং প্রমাণের অনুলিপি কমিশনের কাছে উপলব্ধ করা হবে।

4. এই মামলায় আটক/গ্রেপ্তারকৃত সকল ব্যক্তির তালিকা, প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের অনুলিপি, সমস্ত তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি কমিশনকে সরবরাহ করতে হবে।আটক ব্যক্তিদের বক্তব্যের অনুলিপি।

5. 2013 থেকে 2015 সাল পর্যন্ত জেলা জলপাইগুড়িতে শিশু কল্যাণ কমিটি গঠন করা হয়নি, এর জায়গায় অ্যাডহক কমিটি কাজ করে যাচ্ছিল।এই কমিটি সম্পর্কিত নিম্নলিখিত কাগজপত্র/নথিগুলি কমিশনের কাছে উপলব্ধ করাতে হবেঃ -

i. অ্যাডহক কমিটি গঠনের আদেশের অনুলিপি।

ii .অ্যাডহক কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি, তাদের নামের তালিকা, পদ/পদবি কমিশনের কাছে উপলব্ধ করা হবে।

iii.অ্যাডহক কমিটি তার মেয়াদকালে আহ্বান করা বৈঠকের মিনিট।

iv.অ্যাডহক কমিটি কতজন শিশুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেগুলি সংক্রান্ত সমস্ত মামলার ফাইলের কপি।যদি আদালতে কোনও অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়, তবে তার অনুলিপি করুন। "

20. একই দিনে অর্থাৎ 20.06.2017 তারিখে , জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জলপাইগুড়িকেও NCPCR দ্বারা অ্যাডহক কমিটির গঠন এবং অ্যাডহক কমিটির সদস্যদের সম্পর্কিত তথ্য দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।সেই দিনই NCPCR দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন অধিদপ্তরে আরেকটি যোগাযোগ পাঠানো হয়েছিল, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করার জন্য এবং NCPCR-কে সরকারের রিপোর্ট সম্পর্কে অবহিত করার জন্য।এনসিপিসিআর অনুসারে, কোনও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।এরপরে, 13.07.2017 এ আরও একটি অনুস্মারক প্রেরণ করা হয়েছিল।কোন বিকল্প ছাড়াই, 20.07.2017 তারিখে, ADGP, CID, পশ্চিমবঙ্গকে 25.07.2017 তারিখে প্রাসঙ্গিক নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে NCPCR-এর সামনে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করা হয়েছিল।22. 07. 2017 তারিখে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিবকে তথ্য চেয়ে একটি যোগাযোগও প্রেরণ করা হয়েছিল।ADGP, CID, পশ্চিমবঙ্গ 24.07.2017 তারিখে চিঠি/ফ্যাক্সের মাধ্যমে NCPCR-কে জানিয়েছিলেন যে যেহেতু WBCPCR ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে এগিয়েছে, তাই NCPCR-এর বর্তমান বিষয়টিতে থেকে হাত দূরে রাখা উচিত।ইতিমধ্যে 21.07.2017 তারিখে, সিআইডি, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা কিছু তথ্য সরবরাহ করে একটি প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছিল কিন্তু বেশিরভাগ তথ্য পাঠানো হয়নি।তারপরে, NCPCR 14.08.2017 তারিখে ADGP, CID, পশ্চিমবঙ্গকে সমন জারি করেছিল 29.08.2017 তারিখে NCPCR-এর

সামনে হাজির হওয়ার জন্য ।ADGP, CID, পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করে এই সমনগুলিকে চ্যালেঞ্জ করেছিল।রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল ডঃ রাজেশ কুমার, ADGP, CID, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।হাইকোর্ট অপ্রমাণিত আদেশের মাধ্যমে, প্রাথমিকভাবে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে যেহেতু WBCPCR 24.02.2017 তারিখে বিষয়টি বিবেচনা করেছে, তাই NCPCR বিষয়টির উপর তার এখতিয়ার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।হাইকোর্ট সেই অনুযায়ী সমন স্থগিত করেছিলেন।

21. আমরা দেখতে বাধ্য যে রাজ্য কমিশন (WBCPCR) এবং জাতীয় কমিশন (NCPCR) এর মধ্যে অহংকার এই সংঘর্ষে, এই পুরো সময়ের জন্য, পুলিশ ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া, প্রশাসনিক দিক থেকে বিষয়টি ঠিক করার জন্য কিছুই করা হয়নি।

22. পুলিশ কাজ করেছে, একটি মামলা হয়েছে, অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আমাদের বলা হয়েছে যে বেশিরভাগ শিশু তাদের পিতামাতার সাথে পুনরায় মিলিত হয়েছে।আমরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিষয়টির অপরাধমূলক দিক নিয়ে মন্তব্য করছি না।আমরা তা করা থেকে বিরত থাকি কারণ আমাদের তরফ থেকে কোনো মন্তব্য অভিযুক্তদের বিচারকে প্রভাবিত করতে পারে যারা সুষ্ঠু ও বিনামূল্যে বিচারের অধিকারী।প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু বেআইনি দত্তক গ্রহণের বিষয়ে ফৌজদারি কার্যধারা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, তাই একই বিষয়ে দুটি কমিশনের কোনো একটি দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কোনো তদন্ত করা

সম্ভব হয়নি।যাইহোক, জাতীয় কমিশন নিশ্চিতভাবে তদন্ত করার অধিকারী ছিল কেন সঠিক CWC ,গুলি গঠন করা হয়নি এবং কোন আদেশের অধীনে অ্যাডহক CWCগুলি কাজ করেছে।কমিশনগুলি প্রকৃত দিকগুলিও অনুসন্ধান করতে পারে যা শিশুদের পাচারের দিকে পরিচালিত করেছিল, যদিও এটি আসল অপরাধ নয়।প্রকৃতপক্ষে, আমরা মনে করি যে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য এই ধরনের অনুসন্ধান প্রয়োজন।যদি CWC গুলির সঠিকভাবে গঠন করা হতো তাহলে হয়তো এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না।

23. যদিও আমরা মনে করি যে অভিযুক্ত অবৈধ দত্তক নিয়ে তদন্ত করা যায়নি কারণ ইতিমধ্যেই একটি ফৌজদারি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে, একই সময়ে, আমরা আমাদের চোখ বন্ধ করতে পারি না যেভাবে উভয় রাজ্য কমিশন (WBCPCR), জাতীয় কমিশন (NCPCR)) এবং রাজ্য সিআইডি-র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছেন।আমরা ইতিমধ্যেই WBCPCR-এর পক্ষ থেকে তৎপরতার অভাব সম্পর্কে মন্তব্য করেছি যা 30.01.2017 তারিখে বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়েছিল কিন্তু একটি প্রতিবেদনের জন্য আহ্বান করা ছাড়া 10.03.2017 পর্যন্ত এই বিষয়ে তদন্ত করার জন্য কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।এনসিপিসিআরের সদস্যরা 07.03.2017 তারিখে জলপাইগুড়ি পরিদর্শন করেছেন এবং সিডাব্লুসি সদস্যদের বক্তব্য রেকর্ড করেছেন।রেকর্ড করা বিবৃতি

অনুসারে, অভিযুক্তদের মধ্যে একজন, যিনি NBPDC-এর সচিব ছিলেন যা সংশ্লিষ্ট SAA পরিচালনা করছিল, 20টি শিশুকে দত্তক নেওয়ার জন্য আইনত উপযুক্ত বলে ঘোষণা করার জন্য শংসাপত্রের জন্য প্রার্থনা করেছিল, যাদেরকে তারা আইনিভাবে CWC, জলপাইগুড়ি র Legally Fit for Adoption (LFA) শংসাপত্র ছাড়াই Prospective Adoptive Parents (PAPs) দের সামনে রেখেছিল। বিবৃতি অনুসারে, CWC-এর সদস্যরা হতবাক হয়েছিলেন যে আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি।এই সদস্যদের মতে, তারা বিভিন্ন আধিকারিকদের কাছে অভিযোগ করলেও তারা শিশুটিকে দত্তক নেওয়ার জন্য আইনত উপযুক্ত বলে শংসাপত্র দিতে বাধ্য হন।যে পক্ষগুলি বিবৃতি দিয়েছে তাদের অনুপস্থিতিতে, আমরা এই বিবৃতি ছাড়া আর কোনও মন্তব্য করতে চাই না যে যদি কোনও CWC-এর কোনও সদস্যকে এমন একটি শংসাপত্র দেওয়ার জন্য বাধ্য করা বা চাপ দেওয়া যেতে পারে তবে সেই সদস্য কখনও CWC-এর সদস্য হওয়ার কোনও কাজ নেই বা শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠানে যেকোনো ক্ষমতায় নিযুক্ত করা ।

24. তবে, আমরা দেখতে পাই যে WBCPCR-এর চেয়ারপারসনের রিপোর্টে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন যে তারা বাড়ি পরিদর্শন করেছেন এবং প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করেছেন কিন্তু শিশুদের পাচারের পদ্ধতি সম্পর্কে আর বেশি কিছুই লেখা নেই।রিপোর্টের বাকি অংশটি NCPCR সদস্যরা যখন কোরাকের বাড়িতে গিয়েছিলেন তখন তাদের

সাথে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে।হোম সুপারিনটেনডেন্ট অভিযোগ করেছেন যে এনসিপিসিআর দল টেলিভিশন মিডিয়া সহ পুরো মিডিয়াকে কেন্দ্রের ভিতরে নিয়ে এসেছিল এবং সুপারিনটেনডেন্টের প্রতিবাদ সত্ত্বেও মিডিয়াকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে আসা হয়েছিল।আবার, চেয়ারপারসন উল্লেখ করেছেন যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও অভিযোগ করেছেন যে এনসিপিসিআরের দল সর্বত্র মিডিয়া নিয়ে এসে সবাইকে অপমান করেছিল ।তবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রেরিত যোগাযোগে আমরা এই ধরণের কিছু উল্লেখ পাইনি।যাই হোক না কেন, আমরা দেখতে পাই যে WBCPCR এর চেয়ারপারসন রিপোর্ট শিশু পাচারের বিষয়টি নিয়ে মোটেই কাজ করে না।

25. আমরা এটা পরিষ্কার করতে চাই যে চেয়ারপারসনের রিপোর্ট নিয়ে যখন তর্ক-বিতর্ক চলছিল, তখন WBCPCR আমাদের জ্ঞানে আনা হয়নি এবং আমরা কেবল এটি ফাইলটিতে দেখেছি।অতএব, আমরা চেয়ারপারসন, WBCPCR-এর রিপোর্টের উপর নির্ভর করতে পারি না, বিশেষ করে যেহেতু আমরা NCPCR-কে এই রিপোর্টে যা বলা হয়েছে তা খণ্ডন করার অধিকার দেয়নি।তবে সব দিক সঠিক না হলেও মিডিয়াকে ঘরের ভেতরে নেওয়ার একটি মাত্র দিক সঠিক হলে আমাদের বিরক্তি প্রকাশ করতে হবে।আমরা এটা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে কমিশনের সদস্যদের সহ কোনও ব্যক্তি (রা), তা জাতীয় কমিশন হোক বা রাজ্য কমিশন, যখন তারা JJ আইনের অধীনে

স্থাপিত কোনও বাড়িতে যায় তখন তাদের সাথে মিডিয়া নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই বা অন্য কোন আইনের অধীনে নেই।শিশুদের গোপনীয়তা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।দুই সংস্থার এই লড়াইয়ে মিডিয়া যুদ্ধে শিশুদের বিষয়বস্তু করা যাবে না।আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি ভবিষ্যতে এমন কিছু হবে না।

26. জাতীয় কমিশনের ভূমিকায় এসে, আমরা একরকম মনে করি যে জাতীয় কমিশনও শিশুদের দুর্দশা কমানোর চেয়ে রাজ্য কমিশন বা রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের সাথে স্কোর মীমাংসা করতে বেশি আগ্রহী ছিল।03.03.2017 তারিখে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে NCPCR দ্বারা নিম্নলিখিত তথ্য জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

> "1. এই বাড়িটি নিবন্ধিত ছিল কিনা?সংস্থার নিবন্ধনের অনুলিপি, সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা কমিশনকে সরবরাহ করতে হবে।
>
> 2. এই বাড়িটি সেন্ট্রাল অ্যাডপশন অথরিটি থেকে রেজিস্টার করা হয়েছিল কিনা?CARA-তে নিবন্ধন সংক্রান্ত যে কোনও কাগজপত্র পাওয়া যায়, তা কমিশনের কাছে উপলব্ধ করা হবে।
>
> 3. এই সংস্থাটি জেলা দত্তক কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করেছিল কিনা?মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ নিবন্ধন সংক্রান্ত কাগজপত্র কমিশনের কাছে উপলব্ধ করতে হবে।
>
> 4. যদি এই সংস্থাটি ধারা 41 জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন) অ্যাক্ট, 2015 এর অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে তবে সেন্ট্রাল অ্যাডপশন রিসোর্স অথরিটি, স্টেট

অ্যাডপশন রিসোর্সেস ট্রাইব্যুনাল দ্বারা স্বীকৃত নিবন্ধিত নির্দিষ্ট দত্তক সংস্থা, কমিশনের কাছে কাগজপত্র উপলব্ধ করা হবে।

5. এই মামলায় প্রায় 17টি শিশু বিক্রির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে শিশুকে দেশ-বিদেশে বিক্রি করা হয়েছে।এই সংস্থাটি আসার পর থেকে এই সংস্থার মাধ্যমে কত শিশু দত্তক নেওয়া হয়েছে, তার তালিকা কমিশনকে দিন।

6. এই ক্ষেত্রে, শিশুদের অনাবাসী ভারতীয় এবং বিদেশী দম্পতি উভয়কেই দেওয়া হয়েছিল, তাই এই মামলাটি আন্তর্জাতিক পাচারের মামলা বলে মনে হচ্ছে।অনাবাসী এবং বিদেশী দম্পতিদের কত শিশু দেওয়া হয়েছে তার রেকর্ড কমিশনের কাছে উপলব্ধ করতে হবে।

7. সংবাদপত্রের মতে, এই অপরাধে জাল পদ্ধতিতে জাতীয় দত্তক কর্তৃপক্ষের জাল কাগজপত্র ব্যবহার করা হয়েছে।সিআইডি কর্তৃক জব্দকৃত কাগজপত্রের অনুলিপি, বিবৃতি এবং তালিকা প্রমাণের অনুলিপি কমিশনের কাছে উপলব্ধ করতে হবে।

8. এই মামলায় আটক/গ্রেপ্তারকৃত সকল ব্যক্তির তালিকা, First Information Report এর অনুলিপি, সমস্ত তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি কমিশনকে সরবরাহ করতে হবে।

9. চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (CWC) দ্বারা কত শিশুকে সংস্থায় পাঠানো হয়েছে, গত পাঁচ বছরে CWC কতবার সংস্থা পরিদর্শন করেছে এবং সংস্থার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে, সেগুলির অনুলিপি কমিশনের কাছে উপলব্ধ করতে হবে। .

10. উপরোক্ত সংস্থায় গত তিন বছরে জেলা প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত সমস্ত পরিদর্শনের প্রতিবেদন এবং সংস্থার নিবন্ধনের সময় পরিচালিত পরিদর্শনের প্রতিবেদনের অনুলিপি কমিশনের কাছে উপলব্ধ করা হবে।

১১. জলপাইগুড়িতে নিবন্ধিত/নিবন্ধভুক্ত না হওয়া শিশু কল্যাণ সম্পর্কিত দত্তক সংস্থা বা সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের তালিকা কমিশনের কাছে উপলব্ধ করুন।

12. অন্য কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান যদি বেআইনি কাজের সাথে জড়িত থাকে এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হত, তবে সেগুলির তালিকা কমিশনের কাছে উপলব্ধ করতে হবে।

13. যেহেতু জলপাইগুড়ি জেলার সীমাগুলি নেপাল এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমার সাথে সংযুক্ত, তাই, জেলায় নথিভুক্ত পাচারের মামলার তালিকা এবং জেলা থেকে নিখোঁজ শিশুদের সম্পর্কে নথিভুক্ত অভিযোগের তালিকাও কমিশনের কাছে উপলব্ধ করতে হবে।"

27. আমাদের মতে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উচিত ছিল প্রশ্ন নং 7 এবং 8 ব্যতীত পূর্বোক্ত সমস্ত প্রশ্নের প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া কারণ এগুলি সিআইডি দ্বারা জব্দ করা কাগজপত্রের অনুলিপি এবং মামলায় আটক সমস্ত ব্যক্তির তালিকা সম্পর্কিত।CPCR আইনের অধীনে কমিশনগুলির ফৌজদারি মামলাগুলি পর্যবেক্ষণ করার কোন এখতিয়ার নেই।তাদের এখতিয়ার আইন-শৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রসারিত হয় না যা একটি রাষ্ট্রীয় বিষয়।

28. তারপরে, 16.03.2017 তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে NCPCR দ্বারা নিম্নলিখিত তথ্যও চাওয়া হয়েছিল:

> "14. 2013 থেকে 2015 সাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলায় শিশু কল্যাণ কমিটি গঠিত হয়নি, তার জায়গায় অ্যাডহক কমিটি কাজ করছে।এই কমিটির সাথে সম্পর্কিত নিম্নলিখিত-উল্লেখিত কাগজপত্র/দস্তাবেজগুলি কমিশনের কাছে উপলব্ধ করতে হবে:
>
> i. অ্যাডহক কমিটি গঠনের আদেশের অনুলিপি।
>
> ii. অ্যাডহক কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি, তাদের নামের তালিকা, পদ/পদবি কমিশনের কাছে উপলব্ধ করতে হবে।
>
> iii. অ্যাডহক কমিটি তার মেয়াদকালে আহ্বান করা বৈঠকের মিনিট।
>
> iv. অ্যাডহক কমিটি কতজন শিশুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেগুলি সংক্রান্ত সমস্ত মামলার ফাইলের কপি।
>
> 15. তদন্তের সময়, এটি বোঝাযায় যে জেলা শিশু সুরক্ষা অফিস (DCPO) যেটি কালেক্টরেটের প্রাঙ্গনেই অবস্থিত, সেটি সিল করে দেওয়া হয়েছিল এবং কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।সেগুলির বিশেষত্ব এবং সেগুলির সাথে সম্পর্কিত নিম্নলিখিত-উল্লিখিত তথ্যগুলি কাম্য:
>
> i. বিগত 10 বছরে ডিসিপিও অফিসে নিযুক্ত ব্যক্তিরা।
>
> ii. সমস্ত নিয়োগের জন্য আদেশ।
>
> iii. নিয়োগপ্রাপ্ত সকলের তালিকা।"

29. আমাদের মতে, পূর্বোক্ত তথ্যগুলি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রদান করতে পারতেন কিন্তু, তার সবচেয়ে বেশি পরিচিত কারণে, এই তথ্যটি তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা হয়নি।23.03.2017 তারিখে, NCPCR জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জলপাইগুড়ির কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল যেখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বিশেষভাবে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়েছিল:

> 1. ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ রাইটস অফ চিলড্রেন কমিশনের কাছে যাওয়ার আগে বা ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ রাইটস অফ চিলড্রেন দ্বারা তদন্ত শুরু করার পরে উপরে উল্লিখিত ক্ষেত্রে আপনার স্তরের কোনও তদন্ত শুরু করেছিল কিনা?যদি তাই হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে তার বিশদ বিবরণ দিন।

রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই প্রশ্নের কোন উত্তর পাঠাননি।অতএব, NCPCR বিষয়টির সাথে আরও অগ্রসর হওয়ার জন্য ন্যায়সঙ্গত ছিল কারণ এটি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা WBCPCR দ্বারা জানানো হয়নি যে WBCPCR ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে।12.04.2017 তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সমন জারি করার পরেই তিনি কিছু নথি পাঠিয়েছিলেন।যাইহোক, বিপুল সংখ্যক নথির বিষয়ে, বলা হয়েছিল যে যেহেতু সংশ্লিষ্ট DCPO কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং নথিগুলি তার হেফাজতে ছিল, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলি খুঁজে পাওয়া যায়নি।কিছু নথির বিষয়ে

উল্লেখ করা হয়েছিল যে সিআইডি, পশ্চিমবঙ্গের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে কারণ সেই নথিগুলি ফৌজদারি মামলার সাথে পুলিশের কাছে রয়েছে।

30. এর পরেই 20.06.2017 তারিখে এনসিপিসিআর দ্বারা ডাঃ রাজেশ কুমার (আইপিএস), এডিজিপি, সিআইডি, পশ্চিমবঙ্গের কাছে একটি বার্তা পাঠানো হয়েছিল। এটি ছিল একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে পাঠানো প্রথম চিঠি।এই চিঠিতে, উপরে বর্ণিত নির্দিষ্ট তথ্যের জন্য বলা হয়েছিল।ডাঃ রাজেশ কুমার, ADGP, CID, পশ্চিমবঙ্গ পূর্বোক্ত তথ্য প্রদান করেননি এবং তারপরে 13.07.2017 তারিখে তাকে একটি অনুস্মারক পাঠানো হয়েছিল।অনুরূপ অনুস্মারক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেও পাঠানো করা হয়েছিল।এরপরে, 20.07.2017 তারিখে ডাঃ রাজেশ কুমারকে সমন জারি করা হয়েছিল।যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ডঃ রাজেশ কুমার 24.07.2017 তারিখে একটি চিঠি/ফ্যাক্স পাঠিয়ে উল্লেখ করেছেন যে WBCPCR বিষয়টি বিবেচনা করেছে এবং তাই, NCPCR কে তদন্ত করতে বাধা দেওয়া হয়েছে।24.07.2017 তারিখে তাকে জানিয়ে উত্তর পাঠানো হয়েছিল যে তিনি যদি জাতীয় কমিশনের সামনে উপস্থিত না হন তবে ভারতীয় দণ্ডবিধি, 1860 এর 166A ধারার অধীনে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।এরপরে, ডঃ রাজেশ কুমার তাকে তলব করার জন্য জাতীয় কমিশনের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে এবং চিঠিতে ব্যবহৃত ভাষার ব্যতিক্রম গ্রহণ করে একটি বিশদ উত্তর পাঠান।কেন এই পুলিশ

কর্মকর্তা এমন পদক্ষেপ নিলেন তা আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা উল্লেখ করতে পারি যে এই আদালতের বিভিন্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাকে পরিবেশন করা হয়নি।আমাদের কাছে মনে হয় যে তিনি এক বা অন্য অজুহাতে আমাদের সামনে উপস্থিত হতে চান না।আমরা নিরীক্ষণ করতে বাধ্য হচ্ছি যে রেকর্ডে থাকা নথিগুলির পর্যালোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে তিনি জাতীয় কমিশনকে সহযোগিতা করেননি।রাজ্য সিআইডি NCPCR কে যে উত্তর দিয়েছে তা হল নথিগুলি আদালতে পড়ে আছে।আমরা নিশ্চিত যে ডক্টর রাজেশ কুমারের স্তরের একজন ঊর্ধ্বতন আইপিএস আধিকারিক অবশ্যই সচেতন থাকবেন যে সমস্ত নথির কপিও আদালতে দাখিল করার আগে পুলিশ সংরক্ষণ করে।কেন এসব নথি জাতীয় কমিশনে দেওয়া গেল না?অন্তত সেই নথিগুলি যেগুলির মামলার ফৌজদারি দিকের সাথে কোনও সম্পর্ক ছিল না কিন্তু অ্যাডহক কমিটি গঠন এবং একটি সঠিকভাবে গঠিত CWC এর অনুপস্থিতির সাথে মোকাবিলা করা হয়েছিল।

31. 03.03.2017 তারিখের চিঠির বিষয়ে, আমরা ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছি যে প্রশ্ন নং 7 এবং 8 সম্পর্কিত ছাড়া সমস্ত তথ্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রদান করা উচিত ছিল।প্রকৃতপক্ষে, এমনকি প্রশ্ন নং এর বিষয়েও। 7 এবং 8, এমনকি যদি জব্দ করা কাগজপত্রের কপি এবং রেকর্ড করা বিবৃতির অনুলিপি সরবরাহ না করা হয়, তবে আটক ব্যক্তিদের তালিকা এবং এফআইআর-এর অনুলিপি সরবরাহ করতে কোনও সমস্যা ছিল না। 16.03.2017 তারিখের দ্বিতীয় চিঠির বিষয়ে,

তথ্য সরবরাহ না করার কারণ আমরা আবারও খুঁজে পাইনি।কিন্তু যেহেতু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন যে কিছু তথ্য উপলভ্য ছিল না কারণ এটি রাজ্য CID কে হস্তান্তর করা হয়েছিল, তাই আমরা আশা করি যে ADGP, CID, পশ্চিমবঙ্গের NCPCR কে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা উচিত ছিল কেবল ফৌজদারি মামলার তদন্তে ।আমাদের দৃষ্টিতে, জাতীয় কমিশন বা রাজ্য কমিশনের ফৌজদারি বিষয় তদন্ত করার এখতিয়ার ছিল না এবং তারা তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা রেকর্ড করা বিবৃতির অনুলিপি চাইতে পারে না।এটি শুধুমাত্র প্রসিকিউশন এবং অভিযুক্তদের মধ্যে একটি বিষয় হতে পারে।

32. এ কথা বলার পরে, আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি যে ডঃ রাজেশ কুমার স্পষ্টতই NCPCR-এর সাথে তার পরিচিত কারণগুলির জন্য সহযোগিতা করছেন না।আমাদের দৃষ্টিতে, রাজ্য কমিশন সিডব্লিউসিগুলির অবৈধ স্থাপনা বা আইন লঙ্ঘন করে কথিত অ্যাডহক সিডব্লিউসি গঠনের বিষয়ে কোনও তদন্ত শুরু করেনি।উপরোক্ত নির্দেশিত তথ্য পরিষ্কারভাবে সরবরাহ করে NCPCR-এর চিঠির বিষয়ে ডঃ রাজেশ কুমার সাড়া না দেওয়ার কোনও কারণ আমরা দেখতে পাই না।তার জবাব যে নথিগুলি আদালতে দায়ের করা হয়েছিল তা স্পষ্টতই একটি আপত্তিজনক উত্তর।ডঃ রাজেশ কুমার আমাদের সামনে উপস্থিত না থাকলেও আমরা তার বিরুদ্ধে পর্যবেক্ষণ করতে বাধ্য, কারণ আমাদের মনে

সন্দেহ নেই যে তিনি এই আদালত থেকে পাঠানো নোটিশ গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছেন।

33. পুলিশ কর্মকর্তাদের বুঝতে হবে যে সিপিসিআর আইনের অধীনে গঠিত কমিশনগুলি যখন কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য জানতে চায়, তখন তাদের অবশ্যই শ্রদ্ধার সাথে এর জবাব দিতে হবে এবং তথাকথিত 'এখতিয়ার' বিরোধটি উত্থাপন করতে হবে না।এমনকি পুলিশ কর্মকর্তাদেরও বুঝতে হবে যে শিশুদের কল্যাণে এই কমিশন গঠন করা হয়েছে।এমনকি ডব্লিউবিসিপিসিআর তদন্ত শুরু করেছে বলে ধরে নিলেও, ডঃ রাজেশ কুমার এনসিপিসিআরকে তথ্য সরবরাহ করতে না পারার কোনো কারণ আমরা দেখি না। এনসিপিসিআর-এর এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলা তাঁর পক্ষে ছিল না। যদি কোনও কমিশন কর্তৃক কোনও কর্মকর্তাকে তথ্য জিজ্ঞাসা করে , তবে কমিশনের চিঠির জবাব দেওয়ার দায়িত্ব তার।।একটি কমিশন বিষয়টি উত্থাপন করতে পারে যেহেতু এটি বিষয়টি জব্দ করা হয়েছে এবং এটি তদন্ত করছে, জাতীয় কমিশনের উচিত অন্য তদন্ত শুরু করা উচিত নয়, তবে কর্মকর্তাদের পক্ষে এ জাতীয় সমস্যা উত্থাপন করা উচিত নয়।আসলে তদন্ত শুরু হয়েছে কিনা তা কোনও কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না।এটি কমিশন বা আইন আদালত দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।অতএব, আমাদের দৃষ্টিতে, ডাঃ রাজেশ কুমারকে NCPCR-এর এখতিয়ারকে চ্যালেঞ্জ করার চেয়ে NCPCR-এর কাছে তথ্য প্রদানের পরামর্শ দেওয়া ভাল।

34. এমনটি ধরে রাখার পর, আমরা স্পষ্টতই মনে করি যে এমনকি NCPCR কর্তৃক ডাঃ রাজেশ কুমারকে পাঠানো চিঠির ভাষাও অপ্রয়োজনীয়ভাবে কঠোর ছিল।আমরা চিঠির বিষয়বস্তু পুনরাবৃত্তি করছি না কিন্তু, আমাদের মতে, যখন একটি কমিশন তথ্য চাইবে, চিঠিটি অনুরোধের মতো তৈরি করা উচিত, আদেশের মতো নয়।এমনকি যদি এই ধরনের অনুরোধের অ-সম্মতি হয়, কমিশনকে আরও একটি চিঠি পাঠাতে হবে যাতে কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়।তবে কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তারের হুমকি দেওয়ার দরকার নেই।এটি কেবল শেষ অবলম্বন হিসাবে করা উচিত।

35. আমরা এটাও লক্ষ করতে পারি যে যদিও বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্টে না যাওয়া পর্যন্ত জাতীয় কমিশন অনেক তৎপরতা দেখিয়েছিল, বিষয়টি এই আদালতে আসার পরে, প্রায় 2 বছর ধরে কার্যত কিছুই করা হয়নি এবং আমাদের মৌখিকভাবে জানানো হয়েছিল যে অভাবের কারণে বাংলা থেকে হিন্দি/ইংরেজিতে নথির অনুবাদের কারণে তদন্ত শেষ করা যায়নি।আমরা মনে করি যে NCPCR যদি কোনও বিষয়ে তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় তবে আঞ্চলিক ভাষাগুলি থেকে নথিগুলি অনুবাদ করার জন্য অবশ্যই একজন অনুবাদকের পরিষেবা সংগ্রহ করতে হবে।একদিকে, রাজ্য কমিশন তদন্ত শুরু করতে পারে না এবং অন্যদিকে, অনুবাদ সরবরাহের জন্য রাজ্য কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করেও তদন্ত গ্রহণ করতে পারে না।আমরা নিশ্চিত যে দিল্লিতে পর্যাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ রয়েছে যেখানে

বাংলা শেখানো হয় এবং জাতীয় কমিশন যদি সত্যিই তদন্তটি সম্পূর্ণ করতে চায় তবে নথিগুলি অনুবাদ করা যেত।

36. এই রায়ের 12 অনুচ্ছেদে আমাদের দ্বারা প্রণীত প্রশ্নগুলি যতদূর পর্যন্ত, আমরা প্রশ্ন নং 1 এর উত্তর দিই যে বর্তমান মামলার সত্যতা অনুসারে, WBCPCR 07.03.2017 পর্যন্ত তদন্ত শুরু করেনি।যতদূর প্রশ্ন নং 2 সম্পর্কিত, আমরা মনে করি যে কোনও কমিশনের এখতিয়ার বহিষ্কার করার প্রশ্নই আসে না।ধারা 13(2) দ্বারা স্থাপিত একমাত্র সীমাবদ্ধতা হল যে যদি রাজ্য কমিশন ইতিমধ্যেই একটি তদন্ত শুরু করে থাকে, তবে জাতীয় কমিশনের স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়ে তদন্ত করা থেকে বিরত থাকা উচিত।যাইহোক, এর অর্থ এই নয় যে জাতীয় কমিশন অন্যান্য বৃহত্তর প্রশ্নগুলিতে যেতে পারে না যা শিশু অধিকার লঙ্ঘনের নির্দিষ্ট ঘটনার দিকে পরিচালিত করতে পারে যার তদন্ত করা দরকার।প্রশ্ন নং 3 এর বিষয়ে আমরা মনে করি যে একটি রাজ্য কমিশনেরও সেই বিষয়গুলি তদন্ত করার ক্ষমতা রয়েছে যা তার আওতার মধ্যে পড়ে এবং এমনকি যদি অবৈধতা এমন হয় যে এর আন্তঃরাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক প্রভাব রয়েছে, যেমন একটি শিশুকে অবৈধভাবে দত্তক নেওয়ার জন্য বিদেশে পাঠানো হচ্ছে।এখানে আবার, আমরা মনে করি যে এই ধরনের ক্ষেত্রে যদি রাজ্য কমিশন জাতীয় কমিশন বা অন্য কোনও রাজ্য কমিশনের কাছ থেকে সহায়তা চায় যেখানে শিশুটিকে বেআইনিভাবে পাচার করা হতে পারে, তাহলে জাতীয় কমিশন বা অন্যান্য রাজ্য কমিশনের

(গুলি) উচিত বিষয়টি তদন্ত করে কমিশনের সাথে সহযোগিতা করুন।

37. উপরে যেমন আমাদের স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, উভয় কমিশনকে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থে কাজ করতে হবে।দুর্ভাগ্যবশত, এই ক্ষেত্রে, একে অপরের প্রতি কাদা ছোড়াছুড়ির পরিবর্তে কোন সহযোগিতা করা হয়নি।আমরা পুনরাবৃত্তি এবং পুনরায় জোর দিয়ে বলতে চাই যে কোনও এখতিয়ার সম্পর্কিত বিষয় জড়িত নেই।

38. উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা স্পষ্টতই মনে করি যে ডঃ রাজেশ কুমারের সেই তথ্য দেওয়া উচিত ছিল যা এখন রাজ্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।যদি এ জাতীয় তথ্য সরবরাহ না করা হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গের এডিজিপি, সিআইডি পদে অধিষ্ঠিত বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্তকে জাতীয় কমিশনের পাশাপাশি কলিকাতার হাইকোর্টের জুভেনাইল জাস্টিস কমিটির কাছে তারিখ থেকে 15 দিনের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই রায়ের প্রত্যয়িত অনুলিপি প্রাপ্তির।পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কৌঁসুলি এই নির্দেশাবলীর বর্তমান অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গকে অবহিত করবেন।

39. উপরে বর্ণিত তথ্যগুলি থেকে স্পষ্ট যে, রাজ্য কমিশন (WBCPCR) এবং জাতীয় কমিশন উভয়ই এই বিষয়ে দুঃখজনকভাবে শিথিলতা

দেখিয়েছে।সুতরাং আমরা নির্দেশ দিচ্ছি যে ফৌজদারি মামলার অংশ হিসাবে গঠিত বিষয়গুলি ছাড়াও, CWC এবং CWC র প্রধানদের নিয়োগের বৃহত্তর বিষয়গুলি কেবল এই মামলার সাথে সম্পর্কিত নয়, পাশাপাশি পুরো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি কলিকাতা হাইকোর্টের দ্বারা তদারকি করা উচিত, বিশেষত জনস্বার্থ মামলা মোকদ্দমার ক্ষেত্রে কলিকাতা হাইকোর্টের জুভেনাইল জাস্টিস কমিটির চেয়ারপারসনের নেতৃত্বে একটি বেঞ্চ দ্বারা।এই নির্দেশনাগুলিকে সামনে রেখে, আমরা এই আদালতের রেজিস্ট্রিকে এই রায়ের একটি অনুলিপি কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে পাঠাতে নির্দেশ দিচ্ছি, যিনি হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতির সামনে উপযুক্ত বেঞ্চে গঠনের জন্য এটি রাখবেন। আমরা এমনভাবে গঠিত বেঞ্চকে অনুরোধ করছি যাতে জরুরী প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয়টি মোকাবেলা করা যায় এবং প্রয়োজনে একটি ফুলপ্রুফ বেবস্থা গড়ে তোলার জন্য যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা না ঘটে।

40. এই আবেদনটি NCPCR এবং WBCPCR সম্পর্কিত বিরোধগুলির সাথে সম্পর্কিত হিসাবে পূর্বোক্ত পদগুলিতে আংশিকভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।তবে আমরা এটা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে মানবাধিকার আদালত স্থাপন এবং এই ধরনের মানবাধিকার আদালতের জন্য বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগের বিষয়টি এই আপিলের পাশাপাশি 2019 সালের রিট পিটিশন (C) নং 819-এ মোকাবেলা করা হবে। .NCPCR এবং ডাঃ রাজেশ কুমার, ADGP, CID, পশ্চিমবঙ্গ

(উত্তরদাতা নম্বর 1) এবং ডব্লিউবিসিপিসিআর-এর মধ্যে বিরোধ সম্পর্কিত সমস্ত বিচারাধীন আবেদন (গুলি) সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে।

..... বিচারপতি।

(দীপক গুপ্ত)

..... জে।

(অনিরুদ্ধ বোস)

নতুন দিল্লি

জানুয়ারী 13,2020

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.